শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

অগ্রাহ্যঃ শাশ্বতঃ কৃষ্ণো লোহিতাক্ষঃ প্রতর্দনঃ।
প্রভূতস্ত্রিককুদ্ধাম পবিত্রং মঙ্গলং পরম্॥ ২০

শাংকরভাষ্য : কর্মেন্দ্রিয়ৈর্ন গৃহ্যতে ইতি *অগ্রাহ্যঃ* 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।১) ইতি শ্রুতেঃ। শশ্বত্ সর্বেষু কালেষু ভবতীতি *শাশ্বতঃ*, 'শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্' (নারায়ণোপনিষৎ ১৩।১) ইতি শ্রুতেঃ। ''কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ।/ বিষ্ণুস্তদ্ভাবযোগাচ্চ কৃষ্ণো ভবতি শাশ্বতঃ॥'' (মহাভারতে উদ্যোগপর্ব ৭০।৫) ইতি ব্যাসবচনাৎ সচ্চিদানন্দাত্মকঃ *কৃষ্ণঃ*। কৃষ্ণবর্ণাত্মকত্বাদ্বা *কৃষ্ণঃ*।

কৃষামি পৃথিবীং পার্থ ভূত্বা কার্ষ্ণায়সো হলঃ।
কৃষ্ণো বর্ণশ্চ মে যস্মাত্তস্মাৎ কৃষ্ণোঽহমর্জুন॥

ইতি মহাভারতে। (শান্তিপর্ব ৩৪২।৭১) লোহিতে অক্ষিণী যস্যেতি *লোহিতাক্ষঃ* 'অসাবৃষভো লোহিতাক্ষঃ' ইতি শ্রুতেঃ। প্রলয়ে ভূতানি প্রতর্দয়তি হিনস্তীতি *প্রতর্দনঃ*। জ্ঞানৈশ্বর্যাদিগুণৈঃ সম্পন্নঃ *প্রভূতঃ*। ঊর্ধ্বাধোমধ্যভেদেন তিসৃণাং ককুভামপি ধামেতি *ত্রিককুদ্ধাম* ইত্যেকমিদং নাম। 'যেন পুনাতি যো বা পুনাতি ঋষির্দেবতা বা তৎ *পবিত্রম্*' 'পুবঃ সংজ্ঞায়াম্' (পাণিনিসূত্র ৩।২।১৮৫) 'কর্তরি চর্ষিদেবতয়োঃ' (তদেব ৩।২।১৮৬) ইতি ভগবৎ-পাণিনিস্মরণাৎ ইত্রপ্রত্যয়ঃ। অশুভানি নিরাচষ্টে তনোতি শুভসন্ততিম্।/স্মৃতিমাত্রেণ যৎ পুংসাং ব্রহ্ম তন্মঙ্গলং বিদুঃ॥ ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণবচনাৎ কল্যাণ-রূপত্বাদ্বা *মঙ্গলম্*। *পরং* সর্বভূতেভ্যঃ উৎকৃষ্টং ব্রহ্ম। মঙ্গলং পরম্ ইত্যেকমিদং নাম সবিশেষণম্॥

ভাষ্যানুবাদ : 'অপ্রমেয় হৃষীকেশ' ইত্যাদি নামবন্ধে যে নারায়ণের স্তুতি করছিলেন পিতামহ ভীষ্ম, তা তাঁর নির্গুণতত্ত্বের স্তুতি—আকৃতি, প্রকৃতি যেখানে আরোপিত, প্রক্ষিপ্ত। সে যেন শ্রীরামকৃষ্ণবর্ণিত সেই বহুরূপীর উপমা : ''সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হলদে, কখনও নীল আরও সব কত কি হয়। আবার কখনও দেখি কোনও রঙই নেই।'' তাই পূর্ববর্তী শ্লোকের শেষ চরণে পিতামহ বলেছিলেন তিনি অণু-ও নন, তিনি বৃহৎ-ও নন, তিনি স্থবিষ্ঠঃ, স্থবিরঃ, ধ্রুবঃ।

সেই অনুবৃত্তি এনেই এই শ্লোকে পিতামহের ঈক্ষণ অবতার শ্রীকৃষ্ণে—অগ্রাহ্য, শাশ্বত এগুলি শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ। পিতামহ যেন শ্রীমদ্ভাগবতের সুরে বলতে চাইছেন, এই শ্রীকৃষ্ণ ''অতিমর্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ'' (ভাগবত, ১।১।২০)। অর্থাৎ বিষ্ণুসহস্রনামের এই শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণের অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যা। তিনি যেন বলতে চাইছেন—

হে যুধিষ্ঠির, আমাদের সমুখে দণ্ডায়মান এই সুদর্শন পুরুষপ্রবর ব্রজেন্দ্রনন্দন দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণই ওই অপ্রমেয়তত্ত্ব, ইনিই হৃষীকেশ—অন্তর্যামী ক্ষেত্রজ্ঞ।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে একটি প্রসঙ্গ পাই, যেখানে মাতা কুন্তী খুব স্পষ্টত এই অপ্রাকৃত মানবের স্তুতি করছেন। সম্পর্কে কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের পিসিমা, সন্তানসম ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলছেন, 'নমস্যে পুরুষ'—তোমাকে প্রণাম, 'ত্বা আদ্যম্ ঈশ্বরম্'—তুমিই সেই আদি পুরুষ, 'প্রকৃতেঃ পরম্'—তুমিই সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব, 'অলক্ষ্যম্'—যাঁকে কোনও লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা বোঝানো যায় না, 'দুর্জ্ঞেয়ম্' (১।৮।১৭)—

"নমস্যে পুরুষন্ত্বাদ্যমীশ্বরং প্রকৃতেঃ পরম্।
অলক্ষ্যং সর্বভূতানামন্তর্বহিরবস্থিতম্॥"

সেই সুরে সুর মিলিয়েই যেন পিতামহ ভীষ্ম বলছেন, 'অগ্রাহ্যঃ শাশ্বতঃ কৃষ্ণঃ।' ভাষ্যকার 'অগ্রাহ্য' শব্দের ব্যাখ্যা করছেন, কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি গ্রাহ্য নন। এখানে কর্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মনবুদ্ধিকেও জুড়ে নিতে হবে (শাস্ত্রীয় পরিভাষায় এই ধরে নেওয়া, implied অর্থকে বলা হয় উপলক্ষণ)। অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি আদি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না, বোঝা যায় না। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলছেন, 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (২।৯)—মন-বাণী যেখান থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে।

মাতা কুন্তীর স্তুতিতে ওই 'অগ্রাহ্য' তত্ত্বটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলছেন, "ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটো নাট্যধরো যথা"—নটের নাট্যরস বোঝার মতো অভিজ্ঞান আমার নেই, আমি অজ্ঞান মূঢ়মতি। ভগবান গীতায় (৯।১১) স্বীকার করেছেন, "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্"—সাধারণ মানুষ আমার ঈশ্বরীয় স্বরূপ বুঝতে পারে না, তারা আমাকে আর পাঁচটা মানুষর মতোই দেখে, অবজ্ঞা করে।

'শাশ্বতঃ' শব্দের অর্থ ভাষ্যকার করেছেন 'নিত্য' অর্থে—সমস্ত কালে যিনি বর্তমান। ভাষ্যকার উদ্ধৃতি দিয়েছেন নারায়ণ উপনিষদ থেকে—শাশ্বতম্ শিবম্ অচ্যুতম্—কোনও বিকার বা পরিবর্তন যেখানে নেই, যিনি অচ্যুত—অবিচ্যুত। অথবা, সরাসরি আত্মার লক্ষণে ভীষ্ম সম্বোধন করছেন শ্রীকৃষ্ণকে—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।" (গীতা, ২।২০) অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণ দেহধারী হলেও দেহের সীমায় বদ্ধ নন। নন্দগৃহে বালক শ্রীকৃষ্ণের জাতকর্ম সংস্কারের জন্য গর্গাচার্য মুনি এসেছেন, স্বস্তিবাচনাদি করে নন্দবাবাকে বললেন—তোমার এই পুত্র যুগে যুগে ভক্তের ইচ্ছানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ধারণ করেছেন, 'ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ' (ভাগবত, ১০।৮।১৩)। শ্রীধর স্বামী টীকাতে এই বাক্যটি সম্পূর্ণ করেছেন—"অস্য তব পুত্রস্য অতঃ কৃষ্ণ ইত্যেকং নাম ভবিষ্যতি"—অতএব এই পুত্রের একটি নাম কৃষ্ণ হবে।

ভাষ্যকার গোপালপূর্বতাপনীয়োপনিষদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন শ্রীকৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপত্তিটি—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দঃ ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ 'কৃষ্ণ' পরব্রহ্মবাচক শব্দ, যেখানে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি যুগপৎ অবস্থিত। এখানে আমরা ভাষ্যকারের গীতার অবতরণভাষ্যকে স্মরণ করতে পারি যেখানে ভাষ্যকার প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়েরই অবস্থানকে বলেছেন বৈদিক ধর্ম—"দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধর্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ।" অর্থাৎ সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষ্ণশব্দের ব্যুৎপত্তি হচ্ছে 'ধর্ম'। 'শ্রীকৃষ্ণ' হয়ে উঠছেন ধর্মবাচক শব্দ। এর সমর্থন ভাগবতের দ্বিতীয় মঙ্গলাচরণেও পাই, 'ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ' ইত্যাদি—তাঁর বিশুদ্ধ লীলাচিন্তনই পরমধর্ম, শুদ্ধ মানবমনের আকর্ষণের বস্তু একমাত্র তিনি।

ভাষ্যকার এখানে 'কৃষ্ণ' শব্দের অর্থ করেছেন 'সত্তা' অর্থে, এবং 'ণ'-এর অর্থ করেছেন আনন্দ

অর্থে। ভাষ্যকার আরও একটি উদ্ধৃতি এনেছেন মহাভারতের শান্তিপর্ব থেকে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, "হে অর্জুন! কৃষ্ণবর্ণের লাঙ্গল দিয়ে পৃথিবীতে কৃষি করি, তাই আমার বর্ণ কৃষ্ণ; তাই আমার নাম কৃষ্ণ" (৩৪২।৭৯)। অনেক গবেষক এর রূপক অর্থ করেছেন যে ভগবানের প্রকৃত কৃষিক্ষেত্র হচ্ছে ভক্তের হৃদয়। ভগবান তাঁর অনুগ্রহশক্তি ও নিগ্রহশক্তি দ্বারা মানবের হৃদয়ভূমি কর্ষণ করেন, মানবমনের রজোজনিত রুক্ষতা নষ্ট করে সেই হৃদয়ভূমিকে রূপান্তরিত করেন উর্বর শুদ্ধসত্ত্ব অধ্যাত্মক্ষেত্রে। কর্ষতি ইতি কৃষ্ণঃ। তাই কৃষ্ণ মানে 'আ-কর্ষণ'। তাঁর বিচরণের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ হৃদয়ভূমি গোপীহৃদয়। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ।

দ্বিতীয় চরণে পিতামহ শ্রীনারায়ণকে সম্বোধন করছেন লোহিতাক্ষ প্রতর্দন নামে। প্রতর্দন হিংসাবাচক শব্দ, লোহিতাক্ষ সেই প্রতর্দনের বিশেষণ। অর্থাৎ লোহিত অক্ষ বা রক্তচক্ষু ঈশ্বরের নিগ্রহশক্তির স্থিতি। এটি ভক্তের আস্বাদনের বস্তু নয়, ভগবানের অনুরাগের নয়ন নয়। তাই ভক্তিগ্রন্থের পৃষ্ঠায় এর ব্যাখ্যা দুর্লভ, এর অন্বয় অসম্ভব। ভক্তিগ্রন্থে সহজ সুলভ তাঁর পদ্মপলাশ নয়নের স্তুতি—কুন্তী তাঁকে স্তুতি করছেন 'নমঃ পঙ্কজনেত্রায়' সম্বোধনে। গোপীগীতে গোপীরা গাইছেন, "শরতের সরোবরে অপরূপ সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে বিকশিত হয় যে অমলকমল, তার কর্ণিকার সম্পূর্ণ সৌন্দর্যশোভাই তো চুরি হয়ে গেছে তোমার নয়নের কাছে—শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিজোদর শ্রীমুষা দৃশা।" (ভাগবত, ১০।৩১।২) অক্রূর যখন মথুরায় নিয়ে যাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে, পথে যমুনার জলে হাতমুখ ধুতে নেমে যমুনার জলের মধ্যে দর্শন করছেন শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে—অনন্তদেবের কোলে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ পীতাম্বররূপে। সেখানে নারায়ণের নয়নের বর্ণনায় রক্তবর্ণ তো আছে, তবে তাকে লোহিতাক্ষ বলা যায় না, তা পদ্মপত্রের ন্যায় অরুণলোচন—'পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্' (ভাগবত, ১০।৩৯।৪৬)—উদিত সূর্যের বর্ণ, শান্ত স্নিগ্ধ, নম্র আলোর উজ্জ্বলতা।

লোহিতাক্ষ পাপীহৃদয়ের দর্শন, দুষ্টদলনের কালের রূপ। 'চানুর' দলনের সময়ে শ্রীকৃষ্ণের মুখশ্রীর একটি বর্ণনা পাই, সেটি তাঁর মুখের উপর বিন্দু বিন্দু ঘামের বর্ণনা, যেন পদ্মকোষের উপর জলের বিন্দু—'পদ্মকোষমিবাম্বুভিঃ' (তদেব, ১০।৪৪।১১)। সেই অনুষঙ্গে বলরামের ক্রুদ্ধ নয়নের বর্ণনা আছে, তাম্রবর্ণের পিঙ্গল চক্ষু—'মুখ-মাতাম্রলোচনম্' (তদেব, ১০।৪৪।১২)। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রক্তচক্ষুর বর্ণনা সেখানে নেই। ভাষ্যকার এখানে তাই ব্যতিরেক দৃষ্টিকোণ থেকেই লোহিতাক্ষকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি তৈত্তিরীয় আরণ্যক থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে 'স মা বৃষভো লোহিতাক্ষ' (৪।৪২) বলেছেন—সেই লোহিতাক্ষ পরমপুরুষ আমাদের রক্ষা করুন।

লোহিতাক্ষের বিশেষ্যপদ 'প্রতর্দন'। 'তর্দ' ক্রিয়া হিংসা অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'প্র'—প্রকৃষ্ট, 'তর্দন'—যিনি হিংসা করেন। প্রলয়কালে ভগবান সম্পূর্ণরূপে প্রাণীদের নাশ করেন, হিংসা করেন, তাই ভগবানের একটি নাম প্রতর্দন।

ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হিংসার বর্ণনা পাই। এরকাতৃণরূপী মুষলের দ্বারা যাদবদের প্রহার করছেন, "এরকামুষ্টি পরিঘৌ চরন্তৌ জঘ্নতুর্যুধি" (ভাগবত, ১১।৩০।২৩)। শুকদেব বলছেন, যখন ভগবান দেখলেন সমস্ত যদুবংশের সংহারকার্য সম্পন্ন হয়েছে তখন তিনি নিশ্চিন্ত হলেন, জগতের অবশিষ্ট ভারও লাঘব হল—"এবং নষ্টেষু সর্বেষু কুলেষু স্বেষু কেশবঃ।/ অবতারিতো ভুবো ভার ইতি মেনেঽবশেষিতঃ॥" (তদেব, ১১।৩০।২৫)

ভীষ্মদেব পরম বৈষ্ণব, শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক

লীলামাধুর্যের সংকীর্তনে তিনি অক্লান্ত। 'প্রভূতঃ' শব্দের অর্থ প্রচুর, বিপুল। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে প্রভূতঃ (প্র+ভূ+ক্ত) শব্দ ব্যবহৃত হয় বাহুল্য অর্থে। ভাষ্যকার প্রভূত শব্দের অর্থ করেছেন সম্পন্নতা, সমর্থতা। ভীষ্মদেব যেন বলছেন, তিনি অচিন্ত্যশক্তির অধিকারী, ত্রিলোকের সমস্ত শক্তি তাঁর চরণে আশ্রিত। গীতার অবতরণভাষ্যে ভাষ্যকার ভগবানের এই প্রভূত শক্তির উল্লেখ করেছেন, "স চ ভগবান্ জ্ঞান-ঐশ্বর্য-শক্তি-বল-বীর্যতেজোভিঃ সদাসম্পন্নঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে অক্রূরের একটি দর্শনের বর্ণনা আছে। যমুনার জলে আচমনাদি করার সময় জলের মধ্যে তিনি চতুর্ভুজ নারায়ণকে দর্শন করেছিলেন মায়াধীশ্বররূপে। দেখেছিলেন, "তিনি অনন্তনাগের কোলে শায়িত, শ্রী, পুষ্টি, সরস্বতী (বাগ্‌দেবী), কান্তি, কীর্তি, তুষ্টি, ইলা, উর্জা প্রভৃতি দেবী, জীবের সংসারহেতু বিদ্যা-অবিদ্যা এবং উভয়ের ভূতশক্তি এবং মায়া তাঁর পদসেবা করছেন।"

সেই অনুষঙ্গেই পিতামহ বলছেন, তিনি ত্রিলোকেশ্বর—ত্রিককুব্ধাম। ককুভঃ মানে দিশা, ঊর্ধ্ব-মধ্য-অধঃ এই তিন দিক যাঁকে আশ্রয় (ধাম) করে আছে—"তিসৃণাম্ ককুভাম্ অপি ধাম' ইতি 'ত্রিককুব্ধাম'—পুরুষসূক্তের ভাবনার ছায়া যেন এসে পড়েছে এই সম্বোধনে—'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ত্রিপাদূর্ধ্বম্ উদৈৎপুরুষঃ॥'—কালত্রয়বর্তী সমস্ত জীব তাঁর একপাদমাত্র। তাঁর অবশিষ্ট ত্রিপাদ স্বস্বরূপে স্থিত, এই জগতের বহু ঊর্ধ্বে।

কোনও কোনও গবেষক এই 'ত্রিক'-কে বিচার করেছেন জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তির দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ অবস্থার বাচক, জাগ্রত-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় ওই তুরীয়-ভাবকে আশ্রয় করে ক্রিয়া করে তাই তিনি ত্রিককুব্ধাম।

শেষ চরণে এসে পিতামহ বলছেন, "হে যুধিষ্ঠির, এই পুরুষকেই আশ্রয় করো, ইনিই পবিত্রতম, সত্য-সুন্দর-মঙ্গলময়।" আমাদের দৈনন্দিন নিত্যকর্মে শুদ্ধিকরণ বা আচমনের মন্ত্রটিই বিষ্ণুচরণের সঙ্গে ওতপ্রোত। আমরা নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় উচ্চারণ করি—"ওঁ কেশবায় নমঃ, ওঁ মাধবায় নমঃ ওঁ নারায়ণায় নমঃ। ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।/ যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যঃ অভ্যন্তরঃ শুচি।" ভাষ্যকার বলছেন, যাঁর দ্বারা সকলে পবিত্র হয়, বা যিনি পবিত্র করেন ঋষি ও দেবতাবর্গকেও, তিনি পবিত্র, পবিত্রতাস্বরূপ।

শ্রীমদ্ভাগবতে শৌনকাদি ঋষি সূতজীকে বলছেন, "যৎ পাদসংশ্রয়াঃ সূত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ।/ সদ্যঃ পুনন্ত্যুপস্পৃষ্টাঃ স্বধুন্যাপোঽনুসেবয়া॥" (১।১।১৫)—হে সূত, যাঁর চরণাশ্রিত ঋষিমুনিগণ সান্নিধ্যমাত্রেই জীবকে পবিত্র করেন, যাঁর চরণনিঃসৃত সুরধুনী গঙ্গা স্নান-স্পর্শনাদি সেবার দ্বারা জীবকে পবিত্র করেন।

শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের টীকাতে বলছেন, ঋষি বা মা গঙ্গার ওই পাবনীশক্তি বিষ্ণুচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত—'যস্য পাদৌ সংশ্রয়ৌ যেষাম্' ইত্যাদি।

ভাষ্যকার 'পবিত্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন, 'পুবঃ সংজ্ঞায়াম্' (পাণিনিসূত্র ৩।২।১৮৫), 'কর্তরি চর্ষিদেবতয়োঃ' (পাণিনিসূত্র ৩।২।১৮৬)—পাণিনি সূত্রানুসারে 'পূ' ক্রিয়াপদের সঙ্গে 'ইত্র' প্রত্যয়ের সংযোগে—পূ+ইত্র=পবিত্র।

যাঁর স্মরণমাত্রেই সমস্ত অশুভ দূর হয়, যাঁকে চিন্তন করলে প্রাণীমাত্রেই শুভবোধে জাগ্রত হয়, যিনি পবিত্রতাস্বরূপ, তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। হে যুধিষ্ঠির, তিনিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তিনিই পরমপুরুষ, তাঁর শরণাগত হলেই জীবের মঙ্গল—তিনিই 'পবিত্রম্ মঙ্গলম্ পরম্'।

"মঙ্গলং ভগবান্ বিষ্ণুঃ মঙ্গলং গরুড়ধ্বজঃ।
মঙ্গলং পুণ্ডরীকাক্ষো মঙ্গলায়তনং হরিঃ॥"

(ক্রমশ)